দৈনিক সংবাদ

তারিখ 28 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

নকল ধরার ঝুঁকি

পরীক্ষার হলে লুকিয়ে ছাপিয়ে দুরু দুরু মনে নকল করার পাট উঠে গেছে অনেক আগেই। এখন পরীক্ষার্থীরা সদর্পে নকলের বান্ডিল নিয়ে পরীক্ষার হলে যায়। বিশেষ অভিযানে বস্তাভর্তি নকল উদ্ধার হয়। তার পরও থেকে যায় বেঞ্চে, দেয়ালে ও নিজেদের হাতে পায়ে লেখা নকল। এই নকলের সাগর সামাল দেয়া কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে। নকলের দায়ে কাউকে বহিষ্কার করা হলে নকলকারীদের কাছে সেটা 'বাড়াবাড়ি' বলে মনে হয়। তখন শিক্ষকদের পাল্টা নাজেহাল হতে হয়। মান-সম্মান তো যায়ই, অনেক সময় প্রাণও বিপন্ন হয়।

সম্প্রতি ডিগ্রী পাস কোর্স পরীক্ষায় পাহাড়তলী কলেজ কেন্দ্রে একজন পরীক্ষার্থীকে নকল করার দায়ে বহিষ্কারের পর শিক্ষকদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। এই হামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকসহ ৫ জন শিক্ষক গুরুতর আহত হন। অপর এক ঘটনায় চাঁদপুর সরকারী কলেজ কেন্দ্র থেকে নকল করার অপরাধে দু'জনকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে হামলা চালানো হয়। অফিস কক্ষ ভাংচুর করা হয়।

এই ছাত্রনামধারী একশ্রেণীর নকলবাজ কি চায়? পরীক্ষার হলে ফ্রিস্টাইল নকল করতে দিতে হবে। বাধা দিলে মারমুখো হয়ে হামলা চালানো হবে। এমন একটা সন্ত্রস্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে যেন কেউ নকলে বাদ সাধতে না আসে। পড়াশোনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের দরকার একটা ডিগ্রী। এর জন্য শিক্ষকের বুকে ছোরা-বন্দুক চালাতেও ওদের আপত্তি নেই। এসব কখনও নীরবে মেনে নেয়া যায় না।

আমাদের স্কুল-কলেজে ভালভাবে পড়াশোনা হয় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে নানা অজুহাতে মাসের পর মাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে থাকা। শিক্ষকরা প্রাইভেট পড়ানোতেই ব্যস্ত, ক্লাসে পড়াবেন কখন। অনেক ছাত্রের কাছে আবার পড়াশোনা গৌণ, আর সব কাজ মুখ্য। এসব ঘটনার যোগফল শূন্য। এরপর যখন অস্ত্রবাজি করে নকলবাজির রাজত্ব কায়েমের কসরত চলে তখন প্রশ্ন ওঠে, এটা কিসের আলামত।

এসব প্রবণতা কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা না করা হলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার নাম-ধাম যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও শেষ হয়ে যাবে। পরীক্ষার অর্থ বিদ্যা যতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করে দেখা। এখানে নকলের কোন স্থান নেই। নকল না করে পরীক্ষা দেয়ার মুরোদ যার নেই, ছাত্রত্বের খাতায় তার নাম না থাকাই ভাল। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দ্বিধাহীন পদক্ষেপ নিতে হবে।

পাহাড়তলী কলেজ কেন্দ্রে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা বলে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে। তারই নেতৃত্বে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। সরকারী দলের বলেই সরকারের দায়িত্ব বেশী। এ ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হলে পরীক্ষার হলে কর্তব্য পালনে শিক্ষকদের নৈতিক মনোবলটুকু অন্তত বাড়বে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন দলীয় বা সংঘবদ্ধতার জোর খাটিয়ে পরীক্ষার হলে নকলের সপক্ষে হুলস্থুল কান্ড ঘটানো হয়। এসব অনাসৃষ্টি রোধে সরকার ও কর্তৃপক্ষ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এটা সকলের প্রত্যাশা।